সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও অথ কিম

সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান নিঃসন্দেহে আমাদের শ্লাঘার বিষয়। এই সাহিত্যের দুহাজার - আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় শ্রব্যকাব্য অর্থাত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য বা কাব্য, দূতকাব্য, গীতিকাব্য ইত্যাদি, দৃশ্যকাব্য অর্থাত নাটক, প্রকরণ, প্রহসন ইত্যাদি, স্তোত্রসাহিত্য, স্মৃতি, ব্যাকরণ, ন্যায়, মীমাংসা, আয়ুর্বেদ, তন্ত্র, প্রবন্ধ, টীকা, টিপ্পনী ইত্যাদি আরও নানাবিষয়ে বাঙালী তার অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে।

ঊনিশ, বিশ শতকে, এমনকি একুশ শতকেও যে সে ধারা অব্যাহত তার সাক্ষ্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রাধাকান্ত দেব, গঙ্গাধর কবিরাজ, পঞ্চানন তর্করত্ন, সত্যব্রত সামশ্রমী, মধুসূদন ন্যায়াচার্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রমুখ পণ্ডিত এবং এর পরবর্তীকালে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, তারাপদ ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতানাথ আচার্য, দীপক ঘোষ, সুকুমারী ভট্টাচার্য, করুণাসিন্ধু দাস, নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সারস্বত সেবকগণ এই পরম্পরা রক্ষা করেছেন। **"কঃ তাং কার্তস্ন্যেন বক্ষ্যতি" ?** এই তালিকা তাই অস্মপূর্ণ ই থাকে।

শুধু নাটকের কথাই যদি ধরি বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষে রচিত সংস্কৃত নাটকের সংখ্যা পাঁচশোরো বেশী। সংস্কৃত নাট্যজগতে নাটকের একটি নতুন ঘরানা তৈরী করেছেন সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে দিয়ে বার বার তিনি গর্জে উঠেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে | সাধারণ মানুষের হয়ে মানবাধিকারের জন্য লড়াই করেছেন তিনি | প্রতিটি নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি শুধু সত্যের সন্ধান ই করেননি, নির্মম সত্যকে, রূঢ় বাস্তবকে তুলে ধরেছেন পাঠক ও দর্শকের সামনে | শ্লেষ বিদ্রূপের শরসন্ধান করেছেন, সোজাসুজি তীক্ষ্ণভাবে এবং নগ্নভাবে |

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিটি নাটক ই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন | তাঁর নাটক সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার আগে সামগ্রিকভাবে বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না |

সংক্ষেপে সাহিত্যে "আধুনিকতা" কথাটি অনেকের কাছেই শোনায় "সোনার পাথর বাটি"র মত - অর্থাত কিনা অস্তিত্বহীন অসম্ভব কোন বিষয় | এর কারণ কি ? এর কারণ হল সাধারণ মানুষের তো বটেই অনেক পণ্ডিত বিদগ্ধ জনেরও ধারণা সংস্কৃত মানেই বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি | আর সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যিক হলেন অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শূদ্রক, বিশাখদত্ত প্রমুখ | অর্থাত সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বহুপ্রচলিত এবং বহুজন -আদৃত একটি ধারণা হল এই যে ঊনবিংশ/ বিংশ/ একবিংশ শতাব্দীর শুরু - অর্থাত অনেকের মতে যা হল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চরম অমার্যাদার এবং অবক্ষয়ের যুগ, সেই যুগে সংস্কৃত ভাষায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা দুর্লভ, যে কয়েকজন অঙ্গুলিমেয় বা মুষ্টিমেয় সংস্কৃত পণ্ডিত কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচনা করেছেন, তাঁদের রচনা বিষয়বস্তু, আঙ্গিক প্রভৃতির বিচারে সব ই **Coventional**, যদিও উক্ত মতটি অধিকাংশের মত, তবে আমার মত একটু ভিন্ন | বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্য

সমগ্রভাবে অর্থাত বিভিন্ন **"genre"** এর বিচারে যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা অর্থাত **Tradition** এবং **Innovation** এর মেলবন্ধন হয়ে উঠেছে এই সত্য আজ পরীক্ষিত, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত |

বলাবাহুল্য এখানে "নাটক" কথাটি কিন্তু বাংলা নাটক, **English drama** অথবা সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য বা রূপকের সমার্থক | একথা সকলেরই জানা সংস্কৃতে "কাব্য" কথাটির মধ্যে সব এসে পড়ে | কারণ সংস্কৃত কাব্যের দুটি ভাগ দৃশ্য এবং শ্রব্য | যার জন্য বাংলার গিরীশ ঘোষ নাট্যকার, রবীন্দ্রনাথ , মধুসূদন, জীবনানন্দ, গোলাম কুদ্দুস, জয় গোস্বামী কবি, বঙ্কিমচন্দ্র, শরত্চন্দ্র যথাক্রমে সাহিত্য সম্রাট বা কথাশিল্পী | কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ভাস অথবা বাণভট্ট সকলেই মহাকবি | সংস্কৃতে ভাস শুধু নাটক লিখলেও আমরা বলি মহাকবি ভাস | কালিদাস নাটক, কাব্য দুয়ের ই রচয়িতা হলেও একথা তো ঠিক "**কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্**" | তাও আমরা কিন্তু বলি না নাট্যকার কালিদাস আমরা বলি কবি কালিদাস | অথবা ধরা যাক বাণভট্টের কথা | বাণভট্ট লিখেছেন হর্ষচরিত ও কাদম্বরী অর্থাত আখ্যায়িকা এবং কথা | অর্থাত কিনা বাঙলায় যাকে বলা হয় উপন্যাস | কিন্তু বাণভট্টকেও বলি মহাকবি বাণভট্ট অর্থাত কিনা সংস্কৃতে নাটক, গল্প, কবিতা সব ই "কাব্য" - হয় "দৃশ্য" নয় "শ্রব্য" | তাই সংস্কৃতে নাট্যকারও কবি, কাহিনী-কারও কবি, আর কাব্যকার কবি তো বটেই |